ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে গাঁজাসহ বাবা ছেলে আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার আড়পাড়া এলাকা থেকে বাবা ও ছেলেকে গাঁজাসহ আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।
কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান জানান, মাদক কেনাবেচা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার আড়পাড়া এলাকায় কালীগঞ্জ থানা পুলিশের এসআই কাবিরুলের নেতৃত্ব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা এলাকার শাহাবুল ইসলাম ও আশিকুল নামে দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়। তাদের দেহ তল্লাশি করে তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৭

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলার ৩ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ আসামি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার পৃথক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ শনিবার (১৯ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার শেষ্ট এস আই নির্বাচিত খান আব্দুর রহমান

ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ জেলার শ্রেষ্ট অফিসার নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই খান আব্দুর রহমান। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুলাহ্ আল মামুন মাসিক কল্যান সভায় জেলার শেষ্ট অফিসার হিসাবে নির্বাচিত করেন তাকে।

এ মাসিক কল্যান সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামি গ্রেফতার, মামলা নিষ্পত্তি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার সহ সামগ্রিক মানদণ্ডে তাকে জেলার শ্রেষ্ঠ এসআই হিসেবে নির্বাচিত করে জেলা পুলিশ। ভালো কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসাবে সন্মাননা ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও প্রাইজবন্ড তুলে দেন তার হাতে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিছুজ্জামান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিআইও-১ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান। চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ গণ।
এ ব্যাপারে এসআই খান আব্দুর রহমান জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশের অভিভাবকের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ এসআই এর পুরস্কার গ্রহণ সত্যি আনন্দের। দর্শনা থানার (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, ও পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আমানউল্লা আমান স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ তাদের দিক নির্দেশনা না পেলে এ অর্জন সম্ভব ছিল না। এজন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই যারা অসামান্য অবদানে সামান্য ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি জানান, পেশাগত পুরষ্কার প্রাপ্তির এ গৌরব শুধু তার নয়, এটি থানার প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদের। এ পুরষ্কার প্রাপ্তি তার পেশাগত দক্ষতায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে। এদিকে তার এ পেশাগত সাফল্যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও মাদক মামলার ২ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ ও মারামারি মামলার ১ আসামি রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব মামলার আসামি গ্রেফতার করেন। গাংনী ও সদর থানা পুলিশের সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার (১৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার চার পুলিশ সদস্য জেলার শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত

গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আব্দুর রাজ্জাক, এস আই ইসরাফিল হোসেন,এ এস আই তাওহিদুল ইসলাম,এস আই হাফিজুর রহমানকে বিশেষ সম্মামনায় পুরুষ্কৃত করেছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম। গাংনী থানার চারজন পুলিশ সদস্যকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

ওরেন্ট তামিল,মাদক দ্রব্য উদ্ধার, মামলা নিষ্পত্তি, এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখায় জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে তাদের সম্মাননা ক্রেস্ট, নগদন প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার রাফিউল আলম,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,কামরুল আহসান, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকসহ তিন থানার ওসি উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ডিলশেড কল্যাণ সভা শেষে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন,গাংনী থানার চারজন পুলিশ সদস্য জেলার শ্রেষ্ঠ হওয়ায় নিজের কাছে ভাল লাগছে। এ পুরস্কার তাদের কাজের আগ্রহ আরও বাড়বে বলে মনে করি।

কাজের দক্ষতা অনুযায়ী পুলিশ সদস্যরা মুল্যায়িত হলে কাজের আগ্রহ আরও বাড়বে বলে জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের সন্তানদের কৃতি

শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মরত পুলিশ সদস্যদের কৃতি শিক্ষার্থীদের সন্তানদের জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন এর উদ্যোগে পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে এ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত সকল পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে যারা ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় সকল বিষয়ে A+ প্রাপ্ত হয় তাদেরকে পুলিশ সুপার বিশেষভাবে সম্মানী প্রদানের আয়োজন করেন। পুলিশ সুপার আনুষ্ঠানিকভাবে জিপিএ-৫ (A+) প্রাপ্ত কৃতি সন্তানসহ তাদের অভিভাবগণকে প্রাইজবন্ড, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, মেডিকেল অফিসার পুলিশ হাসপাতাল হুমায়রা আক্তার, ডিআইও-১ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যবৃন্দ এবং জিপিএ-৫(A+) প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মেহেরপুরে মিথ্যা ধর্ষণ মামলার বাদীর জেল

মিথ্যা ধর্ষণ মামলা করার অপরাধে রোজিনা খাতুন (৩৩) নামের এক নারীকে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১ মাসের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দণ্ডিত রোজিনা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার বিশ^নাথপুর গ্রামের মো: মনিরুল ইসলামের স্ত্রী।

আজ বুধবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক তোহিদুল ইসলাম এই রায় দেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, দণ্ডিত রোজিনা খাতুন বাদী বাবলু রহমানের বিরুদ্ধে ২৪/০৪/২০২১ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মিথ্যা এ্যফিডেভিট দাখিল করলে আদালত তা আমলে নিয়ে পিটিশন ৫৪/২১ মুলে মামলাটি নিবন্ধন করেন। মামলাটি সত্যতা যাছাইয়ের জন্য মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করেন। মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা ২০২১ সালের ১৯ অক্টোবর আদালতে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। মামলার কোনো সত্যতা নাই মর্মে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ফলে আদালত ন্যায় বিচারে বাদির অভিযোগ নাকোচ করেন। এতে বিবাদি বাবলু রহমান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী/২০০৩) এর ১৭(১) ধারায় মামলার বাদি রোজিনা খাতুনের বিপক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থার পিটিশন দাখিল করেন যার পিটিশন নং ৪৬/২২।

চার জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রমান শেষে আদালত মিথ্যা মামলাকারি রোজিনা খাতুনকে ১ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড প্রদান অনাদায়ে আরও ১ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদায় নাশকতার অভিযোগে বিএনপি-জামায়াতের ৭ নেতাকর্মী আটক

জামায়াতের নায়েবে আমির দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নাশকতার আশঙ্কায় দামুড়হুদা উপজেলায় বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিএনপি-জামায়াতের ৭ নেতাকর্মীকে আটক করেছে মডেল থানার পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ২ টার দিকে দামুড়হুদার লোকনাথপুর ও জুড়ানপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন- দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আকরাম আলীর ছেলে বিএনপি নেতা মোঃ আকবর আলী (৫৭), মৃত হামজার শেখের ছেলে বিএনপি নেতা মোঃ আমির হোসেন (৫৮),মৃত আনারুল ইসলামের ছেলে বিএনপি নেতা মহসীন আলী (৪০),মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে জামায়াত নেতা মোঃ মোস্তফা জামাল (৫০), মৃত কাতেব আলী বিশ্বাসের ছেলে জামায়াত নেতা মোঃ ফজলুল হক লেলিন (৬২),মোঃ আব্দুল মমিনের ছেলে জামায়াত নেতা মোঃ সজল হোসেন (২৮) ও জুড়ানপুর গ্রামের মৃত আব্দুল বারীর ছেলে জামায়াত নেতা মোঃ হাবিবুর রহমান (৩৫)।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জামায়াতের আমির সাঈদীর মৃত্যুর পর এলাকায় নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন জনসমাগমে বিভ্রান্তি মূলক তথ্য ছড়াচ্ছিল। এছাড়া দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাযা ও নাশতার করার পরিকল্পনা করছিল। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৭ বিএনপি জামায়াত নেতাকর্মীকে আটক করে মডেল থানা পুলিশের চৌকস টিম। বিস্ফোরণ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ও আসামিদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার হারদি পুলিশের ওপেন হাউজ ডে ও মতবিনিময় সভা

পুলিশের সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে ও ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের আয়োজনে ওপেন হাউজ ডে ও বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে হারদি বাজারস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে হারদি বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি আশরাফুল হক চুন্নুর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) একরামুল হক, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, ওসমানপুর ফাঁড়ির আইসি (পরিদর্শক) আবুল কাশেম, সাবেক ইউপি সদস্য লাল্টু, ইউপি সদস্য টিপু, থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম, (এসআই) মারজাহান, এএসআই রিয়াজুল ইসলাম, এএসআই অরুপ প্রমূখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, আমি চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করেছি গত সপ্তাহে। প্রথমে হারদী ইউনিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছি। আমি ২০১০ সালে ২৮তম বিসিএস’র মাধ্যমে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেছি। চুয়াডাঙ্গা আমার প্রাণের জেলা। আমি পাশের জেলা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে লেখাপড়া করেছি। আমার বাড়ি খুলনায়।

তিনি বলেন,এক সময় পুলিশ দেখবেন জনগণের সাথে একই বাসায় থাকবে, আমরা আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে মিশছি কেনো? আমাদের চাকরীটাই হলো জনগণকে সার্ভিস ডেলিভারী দেওয়া।

তিনি বলেন,বাল্যবিয়ের ব্যাপারে আপনারা ওসি সাহেবকে বলবেন,ইউএনও মহোদয়কে বলবেন,দু’জন মিলে এটা প্রতিহত করবেন। ডিজিটাল প্রতারণার বিষয়টি আপনারা সচেতন থাকবেন। অনলাইন মার্কেটিংয়ের নামে প্রতারণা করে থাকে । লোভে পড়ে কম মূল্যে পণ্য কিনতে গেলে প্রতারণার শিকার হতে পারেন। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ছাড়া কোনন পণ্য কিনবেন না।

আনলাইন জুয়ার বিষয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানদের সচেতন করবেন। মাদক শুধু মাত্র পুলিশ দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আপনারা সচেতন হবেন,আপনাদের সন্তানরা যেনো কোন ভাবেই মাদক ব্যবহার না করে সে দিকে খেয়াল রাখবেন

আলমডাঙ্গায় ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী মাসুদ গ্রেপ্তার

মারামারি মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মাসুদ রানা (৩৪) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মাসুদ রানা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের গাঙপাড়ার আনিস উদ্দীনের ছেলে। গতকাল (১৫ আগস্ট) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউনিয়নের হারদি বাজার প্রাঙ্গণ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জানাযায়, গত কয়েক বছর পূর্বে হারদি গ্রামে মারামারি ঘটনায় মাসুদ রানার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলা আমলী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হয়। ঘটনা ও মামলার পরই মাসুদ বিদেশে পাড়ি জমায়। মামলায় হাজিরা না হওয়া ও চলমান থাকায় কোর্ট তার বিরুদ্ধে ৩ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ আদেশের ভিত্তিতে উপজেলার হারদি বাজার থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।